بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی عَبْدِهِ الْمَسِیْحِ الْمَوْعُوْد

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লামের মহান মর্যদাসম্পন্ন বদরী সাহাবী খলিফা রাশেদ, জুন্নুরাইন হযরত উসমান (রাঃ)এর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত ২ এপ্রির্ল ২০২১ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ. صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ.

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

গত খুতবার পূর্বে হযরত উসমান (রা.)এর স্মৃতিচারণ চলছিল। আজও সেই একই ধারা অব্যাহত থাকবে। হযরত উসমান (রা.)এর মাঝে পবিত্রতাবোধ ও লজ্জাশীলতার বৈশিষ্ট্য ছিল অনেক উন্নত মানের। রসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেন, আমার উম্মতের প্রতি সর্বাধিক অনুগ্রহকারী হলেন আবুবকর, আল্লাহ্র ধর্মের ক্ষেত্রে তাদের সবার চেয়ে দৃঢ় হলেন উমর, তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল হলেন উসমান, তাদের মাঝে সর্বোত্তম সিদ্ধান্তদাতা হলেন আলী বিন আবি তালেব, তাদের সকলের মাঝে উবাই বিন কা'ব সর্বাধিক আল্লাহ্র কিতাব পবিত্র কুরআনের জ্ঞান রাখেন, তাদের মধ্যে হালাল ও হারাম সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন মুআয বিন জাবাল, তাদের মাঝে সর্বাপেক্ষা অবশ্যপালনীয় দায়িত্বাবলীর জ্ঞান রাখেন যায়েদ বিন সাবেত। আর শোন! প্রত্যেক উম্মতের জন্যই একজন আমীন থাকেন আর এই উম্মতের আমীন হলেন আবু উবায়দা বিন জাররাহ্।

হযরত উসমান (রা.) বর্ণনা করেন, আমার প্রভুর নিকট আমি দশটি জিনিস গোপন রেখেছি। সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে আমি হলাম চতুর্থ ব্যক্তি। আমি কখনো আমোদ প্রমোদের উদ্দেশ্যে গান শুনিনি আর মিথ্যা কথাও বলিনি। এছাড়া মহানবী (সা.)এর হাতে বয়আত গ্রহণের পর থেকে আমি কখনোই আমার লজ্জাস্থান ডান হাতে স্পর্শ করিনি এবং ইসলাম গ্রহণের পর এমন কোন জুমুআ অতিবাহিত হয় নি, যে জুমুআয় আমি কোন কৃতদাস মুক্ত করি নি, শুধুমাত্র সে জুমুআ ছাড়া যখন আমার কাছে মুক্ত করার জন্য কোন কৃতদাস না থাকত। এমন অবস্থায় আমি জুমুআর দিনের পরিবর্তে অন্য কোন দিন কৃতদাস মুক্ত করে দিতাম। অজ্ঞতার যুগে কিংবা ইসলাম গ্রহণের পরও আমি কখনো ব্যভিচার করি নি।

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন, এক যুদ্ধে আমরা মহানবী (সা.)এর সাথে ছিলাম তখন মানুষ ক্ষুধার কষ্টে জর্জরিত ছিল। এরূপ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে মহানবী (সা.) বলেন, আল্লাহ্র কসম! সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্বেই আল্লাহ্তা'লা তোমাদের রিয্কের ব্যবস্থা করে দিবেন। এ বিষয়টি জানতে পেরে হযরত উসমান (রা.) বলেন, আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল পরম সত্য বলেছেন। অতঃপর তিনি (রা.) শষ্য বোঝাই ১৪টি উট ক্রয় করেন এবং সেখান থেকে নয়টি উট মহানবী (সা.)এর সমীপে পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) এটি

দেখে তাঁর দুই হাত এতটা উঠান যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল এবং তিনি হযরত উসমানের জন্য দোয়া করেন। মহানবী (সা.)কে আমি অন্য কারো জন্য এরূপ দোয়া করতে এর পূর্বে বা পরে কখনোই শুনি নি। আর সেই দোয়াটি ছিল, **'আল্লাহুম্মা আতে উসমানা, আল্লাহুম্মাফআল বেউসমানা'**। অর্থাৎ **হে আল্লাহ্! উসমানকে অশেষ দান কর, হে আল্লাহ্! উসমানের ওপর তুমি নিজ অনুগ্রহ ও কৃপা বর্ষণ কর।**

হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমার কাছে এসে মাংস দেখে জিজ্ঞেস করেন, এগুলো কে পাঠিয়েছে। উত্তরে আমি বললাম, হযরত উসমান (রা.) পাঠিয়েছেন। তিনি (রা.) বলেন, একথা শোনার পর মহানবী (সা.)কে আমি উসমান (রা.)এর জন্য দুই হাত তুলে দোয়া করতে দেখেছি।

ইবনে সাঈদ বিন ইয়ারবূ বর্ণনা করেন যে, আমি একদিন দুপুরের পর ঘর থেকে বের হই, তখন আমি নিতান্ত এক শিশু ছিলাম। আমি মসজিদে খেলা করছিলাম তখন দেখি সেখানে এক সুদর্শন বুযুর্গ শায়িত আছেন। তার মাথার নীচে ইট বা ইটের একটি টুকরো ছিল; অর্থাৎ বালিশের স্থলে ইট রাখা ছিল। আমি দাঁড়িয়ে আশ্চর্য হয়ে তার সৌন্দর্য অবলোকন করতে থাকি। তিনি নিজের চোখ খুলে আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, হে বালক! তুমি কে? তিনি একটি ছেলেকে ডেকে, একটি পোশাক ও এক হাজার দিরহাম নিয়ে আসান এবং তা আমাকে দান করেন। আমি আমার পিতার কাছে গিয়ে তাকে পুরো ঘটনা অবহিত করি। তিনি বলেন, ইনি হলেন আমীরুল মু'মিনীন হযরত উসমান বিন আফ্ফান (রা.)।

ইবনে জরীর বর্ণনা করেন যে, হযরত তালহা হযরত উসমানের সাথে তখন মিলিত হন যখন তিনি মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন। হযরত তালহা বলেন, আপনার পঞ্চাশ হাজার দিরহাম, যা আমার দায়িত্বে রাখা ছিল, সেগুলো এখন হাতে এসেছে। আপনি সেগুলো আদায় করার জন্য কোন ব্যক্তিকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। এতে হযরত উসমান তাকে বলেন, আপনার ভালোবাসার কারণে আমি সেগুলো আপনার জন্য হেবা করে দিয়েছি, আমি তা আর ফেরত নিব না।

হযরত উসমান (রা.) ওহী লিপিবদ্ধ করারও সুযোগ পেয়েছেন। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, একবার প্রচণ্ড গরমের এক রাতে আমি এই ঘরে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)এর সাথে হযরত উসমান (রা.)কে দেখেছি যখন কিনা মহানবী (সা.)এর ওপর হযরত জীবরাঈল (আ.) ওহী অবতীর্ণ করছিলেন। আর মহানবী (সা.)এর সামনে বসে হযরত উসমান (রা.) লিখে যাচ্ছিলেন, আর তিনি (সা.) বলছিলেন, হে উসমান! লিখতে থাক। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌তা'লা মহানবী (সা.)এর এমন নৈকট্য কেবল নিতান্ত সম্মানিত ও মর্যাদাবান কোন ব্যক্তিকেই দান করেন।

হযরত আবুবকর (রা.)এর খিলাফতকালে পবিত্র কুরআন লিখিতভাবে পুস্তক খণ্ডাকারে একত্রিত হয়, যা তিনি নিজের কাছে গচ্ছিত রেখেছিলেন। এরপর তা হযরত উমর (রা.)এর কাছে ছিল। তারপর সেটি হযরত হাফসা বিনতে উমর (রা.)এর কাছে ছিল। হযরত উসমান (রা.) হযরত হাফসা (রা.)এর নিকট থেকে সেগুলি নিয়ে হযরত যায়েদ বিন সাবেত, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন যুবায়ের, হযরত সাঈদ বিন আস এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন হারেস বিন হিশাম (রা.) দেরকে দিয়ে পবিত্র কুরআনের অনুলিপি প্রস্তুত করান এবং তা বিভিন্ন ইসলামী দেশে পাঠিয়ে দেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰى আয়াত এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে **"আমরা তোমাকে সেই বাণী শিখাব যা তুমি কিয়ামত পর্যন্ত ভুলবে না। বরং এ বাণী সেভাবেই সুরক্ষিত থাকবে যেভাবে এখন রয়েছে।"** অতএব এ দাবির সত্যতার প্রমাণ হচ্ছে, ইসলামের চরম শত্রুগণও বর্তমানে অকপটে স্বীকার করে যে, কুরআন করীম অবিকল সেই একই রূপ ও অবস্থায় সুরক্ষিত আছে যেই রূপ ও অবস্থায় মহানবী (সা.) এটিকে উপস্থাপন করেছিলেন। নলডিকি, স্প্রিঙ্গার এবং উইলিয়াম

মুর, সবাই নিজ নিজ পুস্তকে স্বীকার করেছেন যে, অকাট্য ও নিশ্চিতরূপে আমরা কেবল কুরআন ব্যতীত অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে এটি বলতে পারি না যে, ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যে অবস্থায় উক্ত পুস্তক পেশ করেছিলেন সেই একইরূপে তা পৃথিবীতে বিদ্যমান রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, মানুষ হযরত উসমান (রা.)কে কুরআন সংকলনকারী বলে থাকে। একথা ভুল যে, হযরত উসমান কেবল শব্দের সাথে ছন্দের মিল দেখিয়েছেন। অবশ্য, কুরআনের প্রচারক-প্রসারক বললে কিছুটা সঠিক বলে মানা যায়। তাঁর খিলাফতের যুগে ইসলাম দূর দূরান্তে বিস্তার লাভ করেছিল, তাই তিনি কুরআনের কয়েকটি অনুলিপি প্রস্তুত করিয়ে মক্কা, মদিনা, সিরিয়া আর বসরা ও কুফা ছাড়াও বিভিন্ন শহরে প্রেরণ করেছিলেন। কুরআনের একত্রিকরণের বিষয়টি তো আল্লাহ্‌তা'লার মনোনীত বিন্যাস অনুযায়ী মহানবী (সা.)-ই করেছিলেন। আর সেই পছন্দনীয় বিন্যাস-ই আমাদের হাতে পৌঁছানো হয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.)এর যুগে সুদীর্ঘকাল ধরে মদিনা রাজধানী হওয়ার সুবাদে সকল জাতি সেখানে ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় মদিনাবাসী শাসক ছিল, যাদের মাঝে একটি বড় অংশ মক্কার মুহাজের ছিল আর স্বয়ং মদীনাবাসীরাও মক্কাবাসীদের সান্নিধ্যে হিজাযী আরবী শিখে গিয়েছিল। এছাড়া বিভিন্ন যুদ্ধের কারণে আরবের বিভিন্ন গোত্রের একতাবদ্ধ হয়ে থাকার সুযোগ হতো আর নেতা যেহেতু বড় বড় সাহাবীরা হতেন, তাদের সাহচর্য এবং তাদের অনুকরণ করার বাসনা ভাষায় অভিন্ন বৈশিষ্টের জন্ম দিত। ততদিনে সকল জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ কুরআনের ভাষার সাথে পুরোপুরি পরিচিত হয়ে গিয়েছিল। যখন মানুষজন ভালোভাবে একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায়, তখন হযরত উসমান (রা.) নির্দেশ দেন যে, এখন থেকে যেন কেবল হেজাযি কিরাআত পড়া হয়, অন্য কোন কিরাআতে (কুরআন) পড়ার অনুমতি নেই। হযরত উসমানের এই নিদের্শের কারণেই শিয়ারা যারা সুন্নীদের বিরোধী, তারা বলে থাকে যে, বর্তমান কুরআন **'বিয়াযে উসমানী'** বা উসমানের রচিত গ্রন্থ। অথচ এই আপত্তি সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত! হযরত উসমান (রা.)এর যুগ পর্যন্ত আরববাসীদের পরস্পর মেলামেশার এক দীর্ঘ যুগ অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল, আর তারা পারস্পরিক মেলামেশার ফলে একে অপরের ভাষার পার্থক্য সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত হয়ে গিয়েছিল। যদিও কুরআন শরীফ হিজাযের ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, কিন্তু কিরাআতের ভিন্নতা হয়েছে অন্যান্য গোত্রের ইসলাম গ্রহণের পর। যেহেতু কখনো কখনো এক গোত্র ভাষাগত দিক থেকে অন্য গোত্রের সাথে কিছুটা বৈসাদৃশ্য রাখতো, হয় তারা উচ্চারণ সঠিকভাবে করতে পারতো না বা অর্থগত দিক থেকে সেই শব্দগুলোর মধ্যে পার্থক্য হয়ে যেতো, তাই মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌তা'লার ইচ্ছার অধীনে কতিপয় বিতর্কিত শব্দের উচ্চারণ পরিবর্তনের বা সেই শব্দের স্থলে অন্য শব্দ ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন। যখন সংস্কৃতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার ফলে গোত্রীয় অবস্থা এক জাতি ও এক ভাষায় রূপান্তরিত হয় এবং সবাই হিজাযী ভাষার সাথে পরিচিত হয়ে যায়, তখন হযরত উসমান মনে করেন এবং তিনি যথার্থ মনে করেছেন যে, এখন এই (ভিন্ন ভিন্ন) কিরাআতকে প্রতিষ্ঠিত রাখা মতবিরোধ দীর্ঘ করার কারণ হবে, তাই এসব কিরাআতের সাধারণ ব্যবহার এখন বন্ধ করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, "কিছু স্মৃতিচারণ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে তা বর্ণিত হবে" অতঃপর আরও বলেন যে, "আজও পাকিস্তান এবং আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য এবং বিশ্বের যেখানেই আহমদীরা সমস্যার সম্মুখীন তাদের সকলের জন্য দোয়ার অনুরোধ করতে চাই। দোয়া করুন, আল্লাহ্‌তা'লা তাদের সমস্যাবলী দূর করুন এবং বিশেষত পাকিস্তানে (দেশীয়) আইনের কারণে বিভিন্ন সময় সমস্যা তৈরি করা হয়। আহমদীদের এখন কোন স্বাধীনতা নেই। একইভাবে আলজেরিয়ায়ও কতিপয় সরকারী কর্মকর্তা সমস্যা সৃষ্টি করতে থাকে।" আল্লাহ্‌তা'লা, আহমদীদেরকে এসব বিপদ থেকে মুক্ত করুন।

এরপর হুযুর আনোয়ার (আইঃ) চিনি ডেস্ক এবং কেন্দ্রীয় আইটি টিমের সাহায্যে চিনি ডেস্কের যে ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে, জুম্মার নামাযের পর তার উদ্বোধনের ঘোষণা করেন এবং বলেন, 'এর ফলে মানুষ চীনা ভাষায় ইসলাম এবং আহমদীয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি পাবে। এই ওয়েবসাইট চীনা জনসাধারণের জন্য হেদায়েতের কারণ হবে এছাড়া ইসলাম ও আহমদীয়াতের জন্য তাদের হৃদয় উন্মুক্ত হবে; আল্লাহ্‌তা'লার কাছে এটিই আমার প্রত্যাশা।'

খুৎবার শেষাংশে হুযুর আনোয়ার (আঃ) মরহুমীন মোহতরম মুহাম্মদ ইউনুস খালেদ সাহেব-মুরব্বী সিলসিলাহ্, আইভরি কোস্টের শ্রদ্ধেয় ডাক্তার নিযামুদ্দীন বুদ্দন সাহেব, ডাক্তার রাজা নাসীর আহমদ জাফর সাহেবের সহধর্মিণী সালমা বেগম সাহেবা, আল্ শিরকাতুল ইসলামিয়া-যুক্তরাজ্যের চেয়ারম্যান আব্দুল বাকী আরশাদ সাহেবের সহধর্মিণী মোকাররামা কিশওয়ার তানভীর আশরাফ সাহেবা ও সুদান নিবাসী আব্দুর রহমান হুসেইন মুহাম্মদ খায়ের সাহেবের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা করে গায়েবানা নামাযের ঘোষণা করেন। **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।** নামায জুম্মা শেষে হুযুর আনোয়ার মরহুমীনদের গায়েবানা নামায পড়ান।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
02 April 2021

Makeup & Distribute **FROM**
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org